অধ্যাপক আনু মোহাম্মদকে হুমকি প্রদর্শনের প্রতিবাদে বেন

অনাবাসী বাংলাদেশীদের বিশ্বজনীন পরিবেশ সুহৃদ নেটওয়ার্ক বা কর্মজাল বাংলাদেশ এনভ্যায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক(**বেন**) জাতীয় দৈনিক 'ডেইলী ষ্টারে(২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০০৮)' প্রকাশিত একটি সংবাদে শংকিত। খবরে প্রকাশ জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনু মোহাম্মদকে অপরিচিত এক ব্যক্তি(যে টেলিফোনে নিজের নাম মাহমুদ হাসান বলে) ফোনে হুমকি দিয়েছে যে, যদি অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ এশিয়া এনার্জীর প্রস্তাবনা ফুলবাড়ী কোল মাইনিং প্রকল্পের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ও বক্তব্যবিবৃতি বন্ধ না করেন তবে 'হিউম্যান বম্ব' দিয়ে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করা হবে।

তেল,গ্যাস, খনিজসম্পদ, বিদ্যুৎ ও বন্দর সংরক্ষণে গঠিত জাতীয় কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে আনু মোহাম্মদ দীর্ঘদিন ধরে বর্তমান পর্যন্ত জাতির স্বার্থে এই সম্পদ রক্ষায় প্রচারকর্মে ব্যাপৃত। কমিটির মতে প্রায় বিনামূল্যে ও বিনা তত্বাবধানে খনিজের দায়িত্ব বিদেশী কোম্পানীর হাতে দিয়ে দেওয়ার অর্থ দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, স্থানীয় জনগণের জীবন ও জীবিকা এই সম্পদ আহরণ প্রক্রিয়ায় দারুন ক্ষতিগ্রস্থ হবে। হয়তো কেউ অধ্যাপক আনু মোহাম্মদের খনিজসম্পদ বিষয়ে মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন; তারমানে এই নয় যে অধ্যাপককে একাকী নীরবে হুমকি সহ্য করে যেতে হবে।

আনু মোহাম্মদ বাংলাদেশের স্বল্প ক'জনের একজন যাঁদের মেধা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা সমন্বিতভাবে মঙ্গলে প্রতিশ্রুত। তাঁর মত তথ্যসম্বলিত যুক্তিভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়স্বার্থ বিষয়ক মতামত বাংলাদেশের সমাজজীবনে কদাচ(Rare) শ্রুত বা শোনা যায়।

বিগতসময়ে স্বাধীনচেতা বুদ্ধিজীবী ও জাতীয় পর্যায়ে সুপরিচিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি অতীতসন্ত্রাসী আক্রমণের আলোকে আজকের হুমকিকে হাল্কাভাবে বিবেচনা করা যাচ্ছেনা। **বেন** আগেও শংকিত ও বিপন্নবোধ করেছে যখন অধ্যাপক আবুল বারকাতকে তাঁর গবেষণা 'মৌলবাদী শক্তির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম'এর জন্য এরকম হুমকির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এটা কাঁচের মতোই স্বচ্ছ যে অসহিষ্ণু, সংকীর্নমনা স্বার্থান্বেষীরা তাদের বিরুদ্ধবাদী কণ্ঠকে সন্ত্রাস ও হত্যার মাধ্যমে নিশ্চুপ ও স্তব্ধ করিয়ে দেয়। বোঝা যাচ্ছে যে নানামুখী স্বার্থের ধারকবাকরা বর্তমান পরিস্থিতি থেকে সুবিধা আদায় ও বর্ধনে ব্যাস্ত।

যদি অংকুরেই এই শক্তিকে পিষে ফেলা না যায় তবে জাতীয়জীবনে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। **বেন** সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে হুমকির বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সঠিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে দোষীদের খুঁজে বের করা, মদত দাতাতেরও ন্যায় বিচারের মুখোমুখী করা।

ইতোমধ্যে **বেন** অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ ও অধাপক আবুল বারকাতের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মীতা প্রকাশ করছে। একইসাথে সবমত, সবপথের মানুষের কাছে দেশের বুদ্ধিজীবীদের সমর্থনে এগিয়ে আসার আবেদন করছে। বিশাল, বিপুল জনসমর্থিত পর্যবেক্ষণ ও সমর্থনই হচ্ছে স্বাধীন ও স্বচ্ছচিন্তার শক্তিশালী রক্ষক ও ভীতিহুমকির বিরুদ্ধে মজবুত প্রাচীর।